JUL 01 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

টিউশন ফি বৃদ্ধিতে রেকর্ড

বিদ্যালয় একটি অন্যতম মানবীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে ছেলেমেয়েদের নীতি, আদর্শ ও সুন্দর জীবন গঠনের জন্য নানাবিধ মহৎ মানবীয় গুণাবলীর শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু খুলনা জাহানাবাদের একটি স্কুলের (গত ফেব্রুয়ারী '০২ মাস থেকে) প্রতিটি শ্রেণীর টিউশন ফি যে হারে কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধি করেছেন তাতে মনে হয় অন্তত এই বিদ্যালয়টির জন্য এই কথাটি আর প্রযোজ্য নয়। অত্রাঞ্চলে এই বিদ্যালয়টির সুনাম থাকলেও বর্তমানে অভিভাবকগণ কর্তৃপক্ষের এই শ্রেণী বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে দারুণভাবে বিস্মিত, হতবাক, হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বলা নেই, কওয়া নেই কর্তৃপক্ষ হুট করে কোন রকম আভাস-ইঙ্গিত ছাড়াই অকল্পনীয়ভাবে প্রতিটি ক্লাসের টিউশন ফি দ্বিগুণ করে ফেললেন। যেখানে পূর্বে কোন একটি ক্লাসের টিউশন ফী ১০০ টাকা ধার্য ছিল সেখানে গত ফেব্রুয়ারী '০২ মাস থেকে মাসিক টিউশন ফি ১৯৪ টাকা এবং তৎসঙ্গে ১০ টাকা বাস ভাড়া অর্থাৎ ১০০ টাকার স্থলে এখন দিতে হচ্ছে ২০৪ টাকা (উল্লেখ্য, যে ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ের বাসে চলাচল করে না তাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে মাসিক ভিত্তিতে ১০ টাকা করে কেটে নেয়া হচ্ছে)। ভাবখানা এমন, যেন বিদ্যালয়ের যাবতীয় দায় অভিভাবকদেরই বহন করতে হবে। না পোষালে অন্য ব্যবস্থা নাও।

এমনিতেই বিদ্যালয়টির আনুষঙ্গিক খরচাদি বেশী এবং আগের ধার্যকৃত মাসিক টিউশন ফি অধিকাংশ অভিভাবকগণ কোন রকমে বহন করে আসছিলেন কিন্তু বর্তমানে এই বাড়তি বেতন দিতে বিশেষ করে যাদের একাধিক ছেলেমেয়ে এই স্কুলে লেখাপড়া করছে তাদের একেবারে নাভিশ্বাস ওঠার মত অবস্থা। কর্তৃপক্ষ চাইলে ২০, ৩০ বা খুব জোর ৫০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে একলাফে দ্বিগুণেরও বেশী করে ছাড়লেন। বিদ্যালয়টির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে, না জানি কর্তৃপক্ষ বর্তমান পুনঃধার্যকৃত টিউশন ফি আবার কখন রিডাবল করে দেন। এধরনের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত। বিষয়টি কর্তৃপক্ষ আশা করি সুবিবেচনার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং এই সীমাহীন বাড়তি টিউশন ফি দানের হাত থেকে অভিভাবকদের রেহাই দেবেন।

–মতিয়ার রহমান
গিলাতলা, জাহানাবাদ, খুলনা।